দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 FEB 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

খণ্ডকালীন শিক্ষকদের ফরিয়াদ

প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক স্কুল ও একটি কলেজ সরকারিকরণের প্রক্রিয়া চলছে। আমরা এ ধরনের বিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক। দেয়াল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমরা স্নাতক, নিবন্ধনধারী ও বিএডধারী। অন্যান্য শিক্ষক যত এবং যেভাবে ক্লাস নেন আমরাও সেভাবে ক্লাস নিয়ে থাকি। অথচ আমরা বেতন পাই ঐ বিদ্যালয়ের দপ্তরির যে বেতন তার অর্ধেক। আমরা মানবেতর জীবন যাপন করি। শুনতে পাচ্ছি, বিদ্যালয় সরকারি হলে আমরা নাকি বাতিল হয়ে যাব। এ কথা শুনে আঁতকে উঠি। অসুস্থ মাকে রেখে কোথায় কাজের সন্ধানে বের হব? কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারি হলে তার ঘাস-লতাও সরকারি হবার কথা। আমাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে কেন? সর্বশেষ শিক্ষা জরিপে খণ্ডকালীন শিক্ষকের একটা ঘর ছিল, আমরা সেখানে যুক্ত হয়েছি। মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের পর অনেক নতুন শিক্ষক ও কর্মচারী লাগবে। এ অবস্থায়, আমাদের অর্থাৎ খণ্ডকালীন শিক্ষকদের বহাল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি।

মমতাজ,
গ্রাম: পূর্বভরনশাহী,
ডাকঘর: ধুনট, জেলা: বগুড়া